ছানি মামলা
LAW ON EXPARTE

তিন সহস্রাধিক রুলিং সহ
বিভিন্ন ছানি মামলার বিশ্লেষণ

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচীপত্র

ছানি মামলা

প্রথম ভাগ

সূচনা

প্রথম অধ্যায়

মূল মামলার ছানি

বিষয়	পৃষ্ঠা
মামলা খারিজ ডিসমিস বা একতরফা ডিক্রি----------------------------	১
তিনি শ্রেণীর ছানি মামলা--	৩
৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানি------------------------------------	৪
৯ আদেশের ৯ নিয়মে ছানি------------------------------------	৫
৯ আদেশের ১৩ নিয়মে ছানি-----------------------------------	৬
এক তরফা ডিক্রি রদ রহিত--------------------------------------	৮
শর্ত সাপেক্ষে ডিক্রি রদ রহিত----------------------------------	১০
ছানি মামলার তামাদি--	১০
ছানি মামলায় আপীল--	১১
নিয়মিত মামলা--	১১
আপীলের ক্ষেত্রে ছানি--	১২
রায় রিভিউ করিবার নিয়ম--------------------------------------	১৪
সমন জারী --	১৮
আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা-----------------------------------	১৯

দ্বিতীয় ভাগ

পক্ষগণের হাজিরা ও গর হাজিরার প্রেক্ষিতে ছানি মামলা।

(দে ঃ কা ঃ বি ঃ আদেশ ৯)

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	বিবাদীর হাজির হইবার জবাবদানের জন্য সমনে নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণের হাজির হইতে হইবে।------------------------------------	২৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	বাদীর খরচ প্রদানে ব্যর্থতার ফলে সমন জারী না হওয়ার ক্ষেত্রে মামলা খারিজ।-----------------	২৭
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে মামলা খারিজ।---	২৮
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	বাদী নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে অথবা আদালত কোন মামলা পুনরায় চালু করিতে পারিবেন।------------------------------------	৩১
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	যে ক্ষেত্রে সমন জারি না হওয়ায় ফেরত আসে এবং তৎপর তিন মাস পর্যন্ত বাদী নূতন করিয়া সমন দেওয়ার আবেদন না করে, সেই ক্ষেত্রে মামলা খারিজ হয়।----------------------------	৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	কেবল বাদী হাজির হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি যথারীতি সমন জারি না হইয়া থাকিলে যেই ক্ষেত্রে সমন জারি হইয়াছে, কিন্তু যথাসময়ে নহে।------------------------------------	৩৭
সপ্তম অধ্যায় ঃ	যেই ক্ষেত্রে মুলতবী শুনানির তারিখে বিবাদী হাজির হয় এবং পরবর্তী তারিখে হাজির না হওয়ার উপযুক্ত কারণ দর্শায়, সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি।------	৪১
অষ্টম অধ্যায় ঃ	শুধু মাত্র বিবাদী উপস্থিত হইলে পদ্ধতি।	৪৪
নবম অধ্যায় ঃ	ত্রুটির কারণে বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি নূতন মামলা আনয়নে প্রতি বন্ধক।------------------------------	৪৬
দশম অধ্যায় ঃ	কতিপয় বাদীর মধ্যে এক বা একাধিক জনের গর হাজিরার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।--------------------	৬০

একাদশ অধ্যায় ঃ	কতিপয় বিবাদীর মধ্যে এক বা একাধিক জনের গর হাজিরার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।-------------------	৬১
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ	যেই পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া পরে হাজির হইলে তাহার পরিণাম।-----	৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ	এক তরফা ডিক্রি রদ------------------------	৬৫
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ	বিরুদ্ধ পক্ষকে নোটিশ না দিয়া কোন ডিক্রি করা চলিবে না।-------------------------------	১০০

তৃতীয় ভাগ

আপীল হইতে ছানি মামলা

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	আপীল কারীর খরচাদি জমা দিতে ব্যর্থতার ফলে নোটিশ জারী না হইলে আপীল খারিজ।----------	১০৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হইলে আপীল পুনঃগ্রহণ।-----------------------------------	১০৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	যেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রি হয়,তাহার আবেদন ক্রমে পুনরায় শুনানী।-------	১১৫

চতুর্থ ভাগ

রিভিউ

প্রথম অধ্যায় ঃ	রায় রিভিউ করিবার জন্য আবেদন---------------	১১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন কাহার নিকট করিতে হইবে---	১২৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	রায় পুর্ণর্বিবেচনার আবেদন ফরম--------------	১২৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	যেই ক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত------------	১২৫
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	দুই বা ততোধিক বিচারক লইয়া গঠিত আদালতে রিভিউ করিবার জন্য আবেদন-------------------	১২৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	যেই ক্ষেত্রে আবেদন অগ্রাহ্য হয়----------------	১২৮

সপ্তম অধ্যায় ঃ অগ্রাহ্যের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।
আবেদন মঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি----- ১২৮
অষ্টম অধ্যায় ঃ মঞ্জুরকৃত আবেদন রেজিস্ট্রি ও পুনরায় শুনানী----- ১৩২
নবম অধ্যায় ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ---------------- ১৩২

পঞ্চম ভাগ

সমন প্রেরণ ও সমন জারি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	সমন--	১৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	সমনের সহিত সংযুক্ত নকল অথবা বিবৃতি------------	১৩৫
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	আদালত বিবাদী বা বাদীকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দিতে পারেন------------------------------	১৩৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	কোন নির্দিষ্ট সীমানার বাসিন্দা না হইলে কোন পক্ষকে ব্যক্তিগত হাজিরার আদেশ দেওয়া যাইবে না------------------	১৩৭
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণের জন্য অথবা চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য সমন দিতে হইবে------------------------------------	১৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	বিবাদীর হাজিরার তারিখ নির্ধারণ----------------------	১৪০
সপ্তম অধ্যায় ঃ	বিবাদী নির্ভুল করিবে এমন দলিল পত্র আদালতে পেশ করিবার জন্য সমন------------------------------------	১৪০
অষ্টম অধ্যায় ঃ	চূড়ান্ত নিষপত্তির জন্য সমন দেওয়ার পর বিবাদীকে সাক্ষী হাজির করিবার নির্দেশ হইবে------------------------------	১৪১
নবম অধ্যায় ঃ	জারীর জন্য সমন অর্পণ বা প্রেরণ------------------	১৪১
দশম অধ্যায় ঃ	জারির পদ্ধতি------------------------------------	১৪৩
একাদশ অধ্যায় ঃ	কতিপয় বিবাদীর প্রতি সমন জারি------------------	১৪৪
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ	সম্ভব হইলে বিবাদীর উপর ব্যক্তিগত ভাবে অথবা তাহার প্রতিনিধির উপর জারি হইতে হইবে------------------	১৪৫
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ	বিবাদী যে প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে তাহার উপর জারি------------------------------------	১৪৬
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ	স্থাবর সম্পত্তির জন্য মামলার সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধির প্রতি সমন জারি------------------------------------	১৪৮

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ বিবাদীর পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর সমন জারি-- ১৫০
ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ যাহার নিকট সমন জারি হইবে.উহা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তাহাকে স্বাক্ষর দান করিতে হইবে------------------------------ ১৫৩
সপ্তদশ অধ্যায় ঃ যে ক্ষেত্রে বিবাদী সমন লইতে অস্বীকার করে অথবা তাহাকে না পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি------------------------- ১৫৪
অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ জারির সময় ও পদ্ধতি উল্লেখ------------------------- ১৬২
উনবিংশ অধ্যায় ঃ সমন জারি কারক কর্মচারীর জবানবন্দি গ্রহণ----------- ১৬৩
উনবিংশ -ক অধ্যায় ঃ জারি কারক কর্মকর্তার ঘোষণা---------------------- ১৬৬
উনবিংশ-খ অধ্যায় ঃ ব্যক্তিগত জারির অতিরিক্ত ডাকযোগে জারির জন্য একই সময়ে সমন ইস্যু করা------------------------- ১৬৭
বিংশ -অধ্যায় ঃ লটকাইয়া জারির ফলাফল অনরূপ ক্ষেত্রে হাজিরার তারিখ নির্ধারণ------------------------------------- ১৭০
এক বিংশ অধ্যায় ঃ বিবাদী অন্য আদালতের একতিয়ারভূক্ত এলাকায় বসবাস করিলে সেই ক্ষেত্রে সমন জারি------------------ ১৭৪
দ্বাবিংশ -অধ্যায় ঃ যেই আদালতে সমন প্রেরিত হয় উহার কর্তব্য---- ১৭৫
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ঃ বিবাদী কারাগারে থাকিলে সমন জারি------------ ১৭৬
চতুবিংশতি অধ্যায় ঃ যেই ক্ষেত্রে বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বাস করে এবং তাঁহার কোন প্রতিনিধি না থাকে, যেই ক্ষেত্রে সমন জারি।---------------------- ১৭৬
পঞ্চ বিংশতি অধ্যায় ঃ বিদেশে রাজনৈতিক প্রতিনিধি আদালতের মাধ্যমে সমন জারি-- ১৭৮
পঞ্চবিংশতি-ক অধ্যায় ঃ ভারতে বেসামরিক সরকারী কর্মচারী বা রেল কর্মচারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর উপর জারি------------ ১৭৯
ষড় বিংশ অধ্যায় ঃ বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা রেলওয়ে কোম্পানীর বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর প্রতি সমন জারি------------- ১৭৯
অষ্টাবিংশ অধ্যায় ঃ সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিকের প্রতি সমন জারি-- ১৮০
নবম বিংশ অধ্যায় ঃ সমন জারির জন্য যেই ব্যক্তির নিকট অর্পন বা প্রেরণ করা হয় তাহার কর্তব্য-------------------------------- ১৮১

ষষ্ঠ ভাগ

আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা

প্রথম অধ্যায় ঃ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে------------ ১৮৪

Latest Rulings on DLR, BLD, MLR, BLC, BLT, AIR. ADC ২১১

৯ আদেশের ৪ নিয়মে মামলা খারিজ

বিধি-৪। বাদী নতুন মামলা দায়ের করিতে পারে অথবা আদালত মামলা পুনর্বহাল করিতে পারে ২৫৯

আদেশ ৯, বিধি ৮ শুধুমাত্র বিবাদী উপস্থিত হইলে, কার্যক্রম

বিধি-৮। শুধুমাত্র বিবাদী উপস্থিত হইলে, কার্যপদ্ধতি ২৬১

*আদেশ ৯, বিধি ৯

বিধি-৯। বাদির ত্রুটির কারণে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে নতুন মামলা আনয়ন করা যাইবে না ২৬৪

[বিধি-৯-ক। খারিজের আদেশ সরাসরি রহিতকরণ............ ২৬৮

আদেশ ৯, বিধি- ১৩

একতরফা ডিক্রি রদ

বিধি-১৩। বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি রদ............ ২৬৯

[বিধি-১৩ক। একতরফা ডিক্রী সরাসরি রহিতকরণ............ ২৮৮

মামলার পক্ষগণের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি

আদেশ ৯ এর বিধি ২, ৩, ৪ এবং ৬ .... ২৮৯

আদেশ ৯ এর বিধি ৮, ৯ এবং 9A ২৯১

ত্রুটির জন্য খারিজ হয়ে যাওয়া মামলার ক্ষেত্রে ১৫১ ধারার প্রয়োগ............ ২৯৩

বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতি এবং একতরফা নিষ্পত্তি............ ২৯৪

একতরফা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি 13, 13A অনুযায়ী প্রতিকার............ ২৯৭

১৩ বিধির শর্ত (Proviso)............ ২৯৯

১৩ বিধির দরখাস্তের ক্ষেত্রে তামাদির বিধান ৩০০

বিধি 13A............ ৩০১

১৫১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একতরফা ডিক্রি বাতিল ৩০২

৪১ আদেশে ২১ নিয়মে আপীল পুনরায় শ্রবণ

বিধি-২১। উত্তরদায়কের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হইলে তাহার আবেদনক্রমে আপিল পুনরায় শুনানী............ ৩০২

[বিধি-২১ক। সরাসরি আপীলে পুনঃশুনানী............ ৩০৩

প্রথম ভাগ
ছানী মামলা

সূচনা ঃ

ছানি মামলা বাংলাদেশের দেওয়ানী আদালতে একটি প্রচলিত মোকদ্দমার পাস। ,ছানী মোকদ্দমা সম্পর্কে আইনের কোন বিধান নাই, তবুও ছানী মামলা নামটি দেওয়ানী বহুল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ছানি মোকদ্দমার সংখ্যা দেওয়ানী আদালতে কম নহে। ছানী মামলা সম্পর্কে বাংলাদেশে কোন পৃথক বই নাই। বিভিন্ন ধরনের ছানী মোকদ্দমা সম্পর্কে একটি স্বয়ং সমপূর্ণ বই প্রণয়নের প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ ছানী মোকদ্দমা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন আইনের আলোকে ছানী মামলা শ্রেণী প্রকৃতি বিষয়বস্তু এবং ছানী মোকদ্দমা সম্পর্কে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

মানুষ সাধারণত নিরূপায় হইয়া বিভিন্ন প্রতিকার পাইবার জন্য মামলা করে। মামলা পরিচালনা কালে বাদী বা বিবাদী বা উভয়েরই অনুপস্থিতির কারণে মামলা খারিজ হয়। আবার অন্য কারণেও মামলা খারিজ হইতে পারে। আবার বিবাদীর অনুপস্থিতির কারণে এক তরফা ডিক্রিও হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায়
আসল মামলার ছানি
মামলা খারিজ, ডিসমিস বা একতরফা ডিক্রি

মামলার পক্ষসমূহের অনুপস্থিতির কারণে মামলা খারিজ, ডিসমিস বা একতরফা ডিক্রি হইতে পারে। কি কারণে মামলা খারিজ, ডিসমিস বা একতরফা ডিক্রি হয় উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

বিবাদী বা প্রতিবাদীকে উপস্থিত ও জবাব প্রদানের জন্য যেই তারিখ নির্ধারণ করা হয় সেই তারিখে উভয়পক্ষকে হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা নিজ নিজ উকিলের মাধ্যমে আদালত ভবনে হাজির থাকিতে হইবে। যদি পরবর্তী কোন তারিখে শুনানির জন্য মামলা মুলতবী না হইয়া যায় তবে মামলার শুনানি ঐ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। আদালত ঐ তরিখে মামলা খারিজ বা ডিসমিস করিয়া দিতে পারেন; যদি—

(১) বাদী কর্তৃক কোর্ট-ফী বা সমন প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক খরচ প্রদানের ব্যর্থতার পরিণামে প্রতিবাদীকে সমন প্রদান না করা হইয়া থাকে;

(২) প্রতিবাদীকে প্রদানের জন্য নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আরজির কপি দাখিল করিতে বাদী ব্যর্থ হইয়া থাকে;

(৩) যেইখানে মামলার শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে উভয়পক্ষই আদালতে অনুপস্থিত থাকে। *[আদেশ ৯, নিয়ম ২ও ৩]*

যেইখানে এই সমস্ত কারণে মামলা ডিসমিস করা হয়, সেইখানে বাদী (তামাদি আইনের অধীনে) পারেন-

(ক) নূতন মামলা আনয়ন করিতে;

(খ) খারিজের আদেশ রদ করিবার উদ্দেশে আদেশ প্রদানের আবেদন করিতে।

আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদী সমন প্রদানের জন্য কোর্ট -ফী ও ডাক খরচ প্রদান না করা অথবা ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হওয়ার পিছনে যথেষ্ঠ কারণ ছিল, তাহা হইলে আদালত খারিজ করিবার আদেশ রদ করিতে পারেন।

যেখানে প্রতিবাদীর ওপর সমন জারি করা হয় কিন্তু তাহা তাহার নিকট অর্পিত না হইয়া ফেরত আসে এবং বাদী ফেরত আসার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নূতন সমন জারির আবেদন জানাইতে ব্যর্থ হয়, সেইখানে ঐ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা আদালত খারিজ বা ডিসমিস করিয়া দিবেন, যদি -না বাদী এই ব্যাপারে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে—

(ক) যেই প্রতিবাদীর উপর সমন অর্পণ করার কথা ছিল, বাদী তাহার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সেই প্রতিবাদীর ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই;অথবা

(খ) উক্ত প্রতিবাদী সমন অর্পণ প্রক্রিয়া কৃতকার্যের সহিত এড়াইয়া যাইতেছে;অথবা

(গ) সেইখানে সময় বর্ধিত করিবার জন্য অন্য কোন পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

যেইখানে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে মামলা ডিসমিস করা হয়, সেইখানে বাদী (তামাদি আইনের অধীনে) নূতন মামলা দায়ের করিতে পারেন।

মামলার শুনানির জন্য নির্দিষ্ট তারিখে যদি বাদী উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রতিবাদী অনুপস্থিতি থাকে, এবং যদি প্রতিবাদীকে যথারীতি সমন প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত একতরফা রায় ঘোষণা করিতে পারেন। যদি প্রতিবাদীর নিকট যথারীতি সমন প্রদান না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত দ্বিতীয় সমন জারি করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন,অথবা,যদি সমন যথারীতি প্রদান করা হইয়া থাকে, কিন্তু সমন জারির বিলম্ব হেতু সেই সমনে নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিবাদীর পক্ষে হাজির হইতে এবং জবাব প্রদান করিতে পারা সম্ভব নহে, তাহা হইলে আদালত মামলার শুনানি মুলতবী রাখিতে পারে।

তিন শ্রেণীর ছানি মামলা

ছানী মামলা ৩ শ্রেণীর হইতে পারে, তাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) মোকদ্দমা শুনানির দিন যদি বাদী বিবাদী কেহই উপস্থিত না থাকার দরুন আদালত কর্তৃক মোকদ্দমা বাতিল করা হয়.তবে বাদী আদালতের আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়ানী কাঃ বিঃ আইনের ৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানী মামলা করিতে পারেন।

(২) মোকদ্দমার শুনানির দিন বিবাদী উপস্থিত হইয়া হাজিরা দিলে এবং বাদী গরহাজির থাকার কারণে আদালত কর্তৃক মোকদ্দমা বাতিল হইয়া থাকিলে বাদী দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ৯ আদেশের ৯ নিয়মে ছানীর মোকদ্দমা করিতে পারেন।

(৩) মোকদ্দমায় যথারীতি সমন জারি হওয়া বা জবাব দাখিল করা সত্ত্বেও বিবাদী শুনানির দিন গরহাজির থাকার কারণে আদালত যদি একতরফা ডিক্রির আদেশ দেন.তবে বিবাদী সংগত কারণে ৯ আদেশের ১৩ নিয়মে ছানী মামলা দায়ের করিতে পারেন।

নিম্নে উপরোক্ত ৩ (তিন) নিয়মের ছানী মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানী

মোকদ্দমা শুনানির দিন যদি বাদী- বিবাদী কেহই উপস্থিত না থাকে এবং আদালত কর্তৃক মোকদ্দমা বাতিল করা হইলে বাদী পুনরায় নূতন মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারেন (যদি তামাদি হইয়া না থাকে) বা দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানী মামলা করিতে পারেন। এই নিয়মের ছানী মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষকে কোন বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে না।

দেঃ কা ঃ বি ঃ আইনের ৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানী মোকদ্দমা দায়ের করিবার পর শুনানির জন্য দিন ধার্য হইবে এবং ঐ দিন বাদী হাজিরা দিবেন এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া একতরফা জবানবন্দি দিবেন অথবা ছানীর পোষকতায় প্রতিজ্ঞাপত্র দাখিল করিবেন। তৎপর বাদীপক্ষের আইনজীবীর সওয়াল -জবাব শ্রবণে আদালত ছানী মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারেন।

ছানী মঞ্জুর হইলে মোকদ্দমা পূর্ব নম্বরে পুনর্বহাল হইবে। তৎপর বিবাদীর প্রতি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সমন নকল আরজিসহ জারি করিতে হইবে। সমন জারির জন্য তলবানা দাখিল করিতে হইবে। যে সকল বিবাদী পূর্বে উত্তরদায়ক হয় নাই বা মোকদ্দমায় উপস্থিত হয় নাই তাহাদের প্রতি সমন জারি মওকুফের দরখাস্ত করিতে পারেন। আদালত কর্তৃক উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হইতে পারে।

৯ আদেশের ৪ নিয়মের অধীন মামলার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ

(১) মামলা পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য আদালত বাদীকে তাহার অনুপস্থিতিজনিত বা অন্য কোন ত্রুটির কারণ প্রদর্শনকরতঃ সন্তোষজনক জবাব দিবার সুযোগ দিবেন। বাদী সন্তোষজনক জবাব প্রদানে সমর্থ হইলে আদালত তাহার কোন প্রকার পছন্দ- অপছন্দ ছাড়াই মামলাটি পুনরুজ্জীবিতকরণের আদেশ দিবেন।
[এ আই আর ১৯৩৫ ভিন্দাহ পারা ১০]

(২) খারিজের আদেশ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে খারিজাদেশ রদ করার জন্য নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে। বাদীর এই দুইটি প্রতিকার সহগামী। বাদী একটি প্রতিকার গ্রহণ করিলে অপরটির সুযোগ গ্রহণ হইতে বারিত হইবে না। *[২০ ও সি ৬৬]*

(৩) যে আদালত মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়াছেন. সেই আদালতই খারিজের আদেশ রদ করিতে পারেন। *[৫৬ আই সি ৮৮৪]*

(৪) এই নিয়মের অধীনে রদের আবেদন খারিজ হওয়ার পরও নূতন মোকদ্দমা দায়ের করা যায়।

(৫) ৯ আদেশের ৪ নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র ত্রুটির জন্য খারিজ হইলে. যদি তামাদির মেয়াদ থাকে. তবে অন্য আর একটি আবেদনপত্র দায়ের করা যায়। *[২১ সি ডব্লিউ এন ৩০]*

(৬) এই নিয়ম অনুসারে কোন আবেদন করিলে নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি খারিজের আদেশ রদ করা হয়. তবে মোকদ্দমা শুনানির তারিখের নোটিশ বিবাদী পাওয়ার অধিকারী। [১৪৫ আইসি ৮০৪]

(৭) কোন সদুদ্দেশ্যমূলক ভুল যাহা অযৌক্তিক নহে. তাহা এই নিয়মের অধীনে যথেষ্ট অজুহাত হইতে পারে। এই নিয়মের অধীনে যখন আদালত কোন মোকদ্দমা পুনর্বহাল করেন. তখন মোকদ্দমার খরচ সম্পর্কে কোন শর্ত আরোপ করার এখতিয়ার আদালতের নাই। *[(১৯৩৩) ৫৫ অল ৬৮৪]*

(৮) যখন কোন মোকদ্দমা শুনানির জন্য ডাকা হয়. তখন সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপস্থিতির ফলে মোকদ্দমা খারিজ হইলে. যদি উপযুক্ত কারণ দর্শানো হয়. তবে খারিজের আদেশ রদ করা যায়। *[২৮ ডি এল আর এডি ১৫৮]*

(৯) উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কোন মোকদ্দমা খারিজ হইলে বিবাদীকে কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই বাদীর আবেদনক্রমে তাহা পুনর্বহাল করা যাইবে।
[পিএলডি ১৯৭৬ লাহোর ৯৯]

(১০) অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আদেশ প্রদান করা হইলে তাহা হইতে কোন আপীল চলে না। *[এআইআর ১৯১৮ অল.১৭৬ ডিবি]*

২.৯ আদেশের ৯ নিয়মে ছানী

মোকদ্দমা শুনানির দিন বিবাদী উপস্থিত হইয়া হাজিরা দিয়া থাকিলে এবং বাদী হাজির না হইয়া থাকিলে যদি আদালত কর্তৃক মোকদ্দমা বাতিল করা হইয়া থাকে তাহা হইলে বাদী দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ৯ আদেশের ৯ নিয়মে ছানী মোকদ্দমা করিতে পারেন। উক্ত ছানী মোকদ্দমা দায়ের হইলে তরফছানীর প্রতি দরখাস্তের নকলসহ বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্তে তরফছানী উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। উক্ত আপত্তির অবিকল নকল মজহর পক্ষকে দিতে হইবে এবং মজহর পক্ষ প্রতি তারিখে হাজিরা দিবেন।

ছানী মোকদ্দমা শুনানির জন্য দিন ধার্য হইলে তারিখের পূর্বেই প্রয়োজন হইলে সাক্ষী মান্য করিবেন এবং শুনানির দিন উভয় পক্ষ সাক্ষী প্রমাণাদিসহ উপস্থিত হইয়া হাজিরা দিবেন। মূল মোকদ্দমার ন্যায় সাক্ষ্য -প্রমাণাদি ও ছওয়াল জবাব হইবে।

বিচারে ছানী মোকদ্দমা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হইতে পারে। মঞ্জুর হইয়া থাকিলে মূল মোকদ্দমা পূর্ব নম্বরে পুনর্বহাল হইবে এবং শুনানির জন্য বা আবশ্যকীয় তদবিরের জন্য দিন ধার্য হইবে। একের অধিক বিবাদী থাকিলে এবং সেই বিবাদী আদালতে কোন সময় উপস্থিত না হইয়া থাকিলে অনুপস্থিত বিবাদীর প্রতি আদালত কর্তৃক সমন দেওয়ার আদেশ হইতে পারে।

বাদী অনুপস্থিত বিবাদীর প্রতি সমন জারি মওকুফের দরখাস্ত দিতে পারেন। উক্ত দরখাস্ত আদালত কর্তৃক মঞ্জুর হইতে পারে বা নাও হইতে পারে। প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইলে অনুপস্থিত বিবাদীর প্রতি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সমন ও আরজির নকল দিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় তলবানা দিতে হইবে। নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্কের অভিভাবকের প্রতি নাবালকের বিজ্ঞাপনী দিতে হইবে। যদি বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহা হইলে বিজ্ঞাপনীতে নাবালক শব্দ কাটিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক লিখিয়া দিতে হইবে।

৯ আদেশের ৯ নিয়মের অধীনে মামলা পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সমূহ

(১) এই নিয়ম অনুসারে খারিজাদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। *[১৯০৪) ৩১ ক্যাল]*

(২) যদিও এই নিয়মের অধীনে বাদী একই কারণ সম্বলিত নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে না, তবুও বাদীর বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমায় বাদী তাহার দাবিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অজুহাত হিসাবে বর্ণনা করিতে পারিবে।

[৪২ সি ডব্লিউ এন ৮৫৩]